দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

072

# শিক্ষাঙ্গন

## যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে কি তার কোন যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়? প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অসাধুতা ও অব্যবস্থা বিরাজ করছে তা কোন জাতির মেরুদণ্ডকে মজবুত করে গড়ে তুলতে পারে না। আর শিক্ষা ক্ষেত্রের এই বিরাজমান পরিস্থিতিকে যদি সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করা না যায় তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এর ভয়াবহতা ক্রমেই বেড়ে যাবে।

বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষায়তনে যে ব্যাপক নকল প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ভয়াবহতা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা দুস্কর। বিভিন্ন পরীক্ষায় এমনকি মাদ্রাসাগুলোতেও ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার ধুম এবং নকল সরবরাহকারীদের হাঁক-ডাক দেখলে মনে হয় এটি একটি আজব বাজার। নকল করার এই ব্যাপক প্রবণতা দেখে মনে হয় শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, চরিত্র গঠনের কোন সম্পর্ক নেই। দেশ ও জাতির মঙ্গলকাংখার কোন সম্পর্ক নেই— শুধুমাত্র পরীক্ষা এবং পাস এই দু'টি বিষয়ই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই একই বিষয়ের প্রতি সর্বাদিক গুরুত্ব দিতে দেখা যায় শিক্ষকদেরও। অনেক সময় শিক্ষকরা সারা বছরের লেখাপড়ার প্রতি গুরুত্বের চেয়ে পরীক্ষার সাজেশানের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

এর ফলে ছাত্ররা কেবল সার্টিফিকেটধারীই হচ্ছে— শিক্ষার পরশমণি থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। অংক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে যদি অংকের সংখ্যামান সামান্য হেরফের করা হয় তবে পরীক্ষার্থীরা বিস্ময় প্রকাশ করে এবং তার সমাধান বের করতে পারে না। এই যদি হয় দেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় একজন ছাত্রের শিক্ষার মান তবে সেই ছাত্র উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পর দেশ তথা জাতিকে কি দিতে পারবে? কিংবা সে নিজের জন্যই বা কেমন প্রকৃতির মঙ্গল আশা করে?

যুগের পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে জীবন যাত্রার মানের, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে অকল্পনীয়ভাবে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি এসব পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে। আর সে জন্যই একজন ছাত্রের শিক্ষা কাজে আসছে না আমাদের জীবন যাত্রায়, আমাদের দেশ তথা জাতি গঠনে।

সুতরাং প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের।

—নফিজ উদ্দিন খান